সুরঞ্জনা
www.jugantor.com
সোমবার ৩১ অক্টোবর ২০১৬ ● ১৬ কার্তিক ১৪২৩
যুগান্তর ১৩
ই-মেইল : suranjana.jugantor@gmail.com

ZwiL t 31/10/2016

ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট

প্রথম নারী মহাপরিচালক ড. ভাগ্য রানী বণিক

➤ মো. আমিনুল ইসলাম

দেশের গণমানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি)-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ দেশকে চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এমনকি বিদেশে চাল রফতানির সক্ষমতা অর্জনের নেপথ্যে এর অবদান সর্বজনস্বীকৃত। আর এরই মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঈর্ষণীয় সুনামের অধিকারী। এমন একটি প্রতিষ্ঠানে প্রথম নারী মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত ও অনুপ্রাণিত। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষি জমি কমে যাওয়ার মতো নানা প্রতিকূলতার মুখে এখানে আরও ভালোভাবে দায়িত্ব পালনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও আমি সমান সচেতন বললেন ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রথম নারী মহাপরিচালক ড. ভাগ্য রানী বণিক।

ভুটার ওপর ড. ভাগ্য রানী বণিকের অনেক গবেষণা রয়েছে। ভুটা বিজ্ঞানী হিসেবে দেশ-বিদেশে তার সুখ্যাতিও কম নয়। তিনি এ বছরের ৩০ জুন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি)-এর সাবেক মহাপরিচালক ড. জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাসের স্থলাভিষিক্ত হন।

এই পথচলা সম্পর্কে ড. ভাগ্য রানী বণিক বলেন, আমার কাজের প্রেরণা বাবা-মা, স্বামী-সন্তান। এ ছাড়া সমাজের জন্য সাধ্য অনুযায়ী ভালো কিছু করার তাগিদই আমার অনুপ্রেরণার উৎস।

ড. ভাগ্য রানী বণিকের জন্ম কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার বাগমারা বাজার গ্রামে ১৯৫৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর। তার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে এই গ্রামেই। এই গ্রামেরই বাগমারা হাই স্কুল থেকে ১৯৭৪ সালে এসএসসি এবং লালমাই কলেজ থেকে ১৯৭৬ সালে এইচএসসি পাস করেন। ভর্তি হন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সাবেক বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউট)। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে বিএসসি এজি অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এর পরের বছরই তিনি ১৯৮৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। কর্মজীবনের পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে যান। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) থেকে কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পান। এর পাশাপাশি পিএইচডিতে ভর্তি হন। ২০০৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওই বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

অফিসে কর্মরত কৃষি বিজ্ঞানী ড. ভাগ্য রানী বণিক **ছবি : লেখক**

করেন। কর্মজীবনে বিশিষ্ট ভুট্টা বিজ্ঞানী ড. ভাগ্য রানী বণিক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ২০০৪ সালের মে মাসে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ২০১০ সালের মার্চ মাসে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র), ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ), ২০১৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) পদে পদোন্নতি লাভ করেন। কর্মজীবনের সব ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

এ ছাড়া তিনি রিসার্চ প্ল্যানিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন, মুগবীন স্প্রাউটিং অ্যান্ড ইটস ইউসেজ, বার্লি ও ভুট্টার প্রজনন কৃষিতত্ত্ব, বায়োমেট্রি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, এডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, রিসার্চ প্ল্যানিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

কৃষি নিয়ে পড়াশোনায় আগ্রহ সম্পর্কে ড. ভাগ্য রানী বণিক জানান, এর মাধ্যমে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করা যায় বলেই এ বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন।

ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে গবেষণা এবং কাজ করতে আগ্রহী জানতে চাইলে ড. ভাগ্য রানী বণিক বলেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছি। ভুট্টা ফসলের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছি। এখন সারা জীবনের কর্ম অভিজ্ঞতার আলোকে এ দেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান গবেষণা কাজের মানোন্নয়ন কিভাবে করা যায় এর ওপর কাজ করার চেষ্টা করছি। এ ছাড়া রিসার্চ ম্যানেজম্যান্ট ও হিউম্যান ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণ ও কাজ করতে আগ্রহী। ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের সার্বিক উন্নয়নে নিজের সর্বোচ্চ মেধা দিয়ে কাজ করব। এ প্রতিষ্ঠানকে দেশের মানুষের সেবায় এগিয়ে নেয়ার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করব।

ড. ভাগ্য রানী বণিকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জার্নালে লেখালেখির সংখ্যা অনেক। তার প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধের সংখ্যা ৩৭টি। পেশাগত জীবনে তিনি চীন, জাপান, জার্মানি, মেক্সিকো, থাইল্যান্ড, ভারত ও নেপালসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই সন্তানের মা। ছেলে বিশ্বজিৎ বণিক পথিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং এক মেয়ে প্রতিতি বণিক তুলি চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়ছেন। তার স্বামী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক হিসেবে অবসর নেন। ■